

বাণেনাংবা বার্তা

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন-এর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়-এর আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান



মার্স পর্যায়ে কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান



কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত দেশি জাতের মুরগিসহ মুরগির খাঁচা পরিদর্শনে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে কুমিল্লা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা’ দেশি জাতের মুরগিসহ মুরগির খাঁচা, গরু, ছাগল ও সেলাই মেশিন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। বিএনএফ এর চেয়ারম্যান ৮ এপ্রিল ২০২৫ হলদিয়া মহিলা উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত এ সকল কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে বাস্তবায়িত খাঁচায় দেশি মুরগি পালন কর্মসূচি পরিদর্শন করেন।



সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় প্রগতিশীল নারী প্রচেষ্টা কর্তৃক বাস্তবায়িত সেলাই কর্মসূচি পরিদর্শনে জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ

বিএনএফ এর চেয়ারম্যান জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ৭ মে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় ‘প্রগতিশীল নারী প্রচেষ্টা’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সেলাই মেশিন পাওয়া

উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় শেষে তিনি বাস্তবায়িত সেলাই মেশিন কর্মসূচি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় রেসকিউ হতে সিএমএসএমই খাতে ঋণ গ্রহীতার বাস্তবায়িত কর্মসূচি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

তিনি এ দিন বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে সিএমএসএমই খাতে ঋণ গ্রহণকারী সহযোগী সংস্থা ‘রূপাল ইকনোমিক সাপোর্ট এন্ড কেয়ার ফর দি আন্ডার প্রিভিলেজড (রেসকিউ)’ কর্তৃক রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় পায়রাবন্দ এলাকায় বিতরণকৃত ঋণ কর্মসূচি পরিদর্শন করেন এবং রেসকিউ এর প্রধান কার্যালয় রংপুর সদরে নিয়মিত অনুদানে ছাগল প্রাপ্ত উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে রেসকিউ কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি বিষয়ে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।



জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন আরডিআরএস এর নির্বাহী পরিচালক ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উপদেষ্টা

ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

মুখ্য সম্পাদক

ড. জিলুর রহমান এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ শাহরীয়া পারভেজ
উপমহাব্যবস্থাপক
মোস্তাফা কামাল ভূঞা
উপমহাব্যবস্থাপক

নির্বাহী সম্পাদক

এ, এস, এম, তরিকুল ইসলাম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

গ্রাফিক্স

মোঃ সাঈদুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ লিয়াকত মোস্তফা
প্রোগ্রামার

আরডিআরএস বাংলাদেশ বিএনএফ এর সাধারণ পরিষদে স্থায়ী সদস্য। ৮ মে আরডিআরএস বাংলাদেশ এর নির্বাহী পরিচালক জনাব ইমরুল কায়েস মুনিরুজ্জামান পিএইচডি এর আমন্ত্রণে জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী আরডিআরএস বাংলাদেশ এর রংপুর কার্যালয়ে এক সভায় মিলিত হন। জনাব ইমরুল কায়েস মুনিরুজ্জামান পিএইচডি আরডিআরএস বাংলাদেশ এর ফেডারেশনসমূহের মধ্যে যারা বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনে সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে এবং ফেডারেশনসমূহের মধ্যে যারা পূর্বে সহযোগী হিসেবে ছিল কিন্তু এখন নাই তাদেরকে কিভাবে সংযুক্ত করা যায় সেবিষয়ে আলোচনা হয়।



রংপুর টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষার্থীবৃন্দের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

রংপুর টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক/প্রধান নির্বাহীবৃন্দের জন্য 'Monitoring & Evaluation' বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। ৮ মে প্রশিক্ষণের শেষ দিন। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিষয়ে আলোকপাত করেন। সবশেষে তিনি প্রশিক্ষার্থীগণের হাতে প্রশিক্ষণ সনদ তুলে দেন।



ঝালকাঠি জেলার সহযোগী সংস্থা সাইডো এর ছাগল পালন কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের মধ্যে ছাগল বিতরণ করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী ২১ মে রাজাপুর উপজেলায় অফিসার্স কল্যাণ ক্লাব কনফারেন্স রুমে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে সহযোগী সংস্থা 'চিলড্রেন এন্ড ইয়ুথ

ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (সাইডো)' কর্তৃক ছাগল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় জনাব রাহুল চন্দ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ডা. মোঃ আবদুল্লাহ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, জনাব মোঃ মোজাম্মেল, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, জনাব সঞ্জীব চন্দ্র মজুমদার, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসারসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। চেয়ারম্যান উপকারভোগীগণের মধ্যে ছাগল বিতরণের আগে তাঁদের সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় শেষে নিয়মিত অনুদানের অর্থে ১৮ জনকে ৩৬টি ছাগল এবং বিশেষ অনুদানের ২য় কিস্তির অর্থে ১২ জনকে ২৪টি ছাগল বিতরণ করেন।



ঝালকাঠি সার্কিট হাউসে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্যরা

একই দিন তিনি ঝালকাঠি সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব আশরাফুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় জনাব মোঃ কাউছার হোসেন, উপপরিচালক (স্থানীয় সরকার) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব অন্তরা হালদার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব, উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) এবং জনাব শফিউল আলম, সহকারী কমিশনার (নেজারত) উপস্থিত ছিলেন।



সেইন্ট বাংলাদেশ, বরিশাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ওরিয়েন্টেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ এন্ড ওয়ে অব ইমপ্লিমেন্টেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষার্থীবৃন্দের হাতে সনদ তুলে দিচ্ছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

১৮-২২ মে ২০২৫ পর্যন্ত বরিশাল সদরে 'সেইন্ট বাংলাদেশ' এর ট্রেনিং সেন্টারে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগী সংস্থার কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দের Orientation on Development Package & Way of Implementation বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। ২২ মে সমাপনী অনুষ্ঠানে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের হাতে প্রশিক্ষণ সনদ তুলে দেন। সনদ বিতরণের পর তিনি সেইন্ট বাংলাদেশ এর কনফারেন্স রুমে বরিশাল জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।



শেরপুর জেলার আরডিএস কর্তৃক গরু বিতরণ অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

চেয়ারম্যান ২২ জুন শেরপুর জেলার 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)' কার্যালয়ে সংস্থার কার্যক্রমের উপর প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরে নালিতাবাড়ী উপজেলার মরিচপুরাণ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আরডিএস কর্তৃক গরু বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ৫ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৫টি গরু বিতরণ করেন। সভায় জনাব ফারজানা আক্তার ববি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নালিতাবাড়ী; ডা. মোঃ ফয়জুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মরিচপুরাণ ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল জলিল এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।



শেরপুর সার্কিট হাউসে সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় বিএনএফ এর চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্যরা

এ দিন সন্ধ্যায় শেরপুর সার্কিট হাউসে জেলায় কর্মরত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জনাব তরফদার মাহমুদুর রহমান, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব মোসাঃ হাফিজা জেসমিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ভূঁইয়া, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শেরপুর সদর এবং জনাব জি. এম. এ. মুনিব, সহকারী কমিশনার (নেজারত) সভায় উপস্থিত ছিলেন।



টাঙ্গাইল জেলার সাস কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপকারভোগীগণের সাথে বিএনএফ এর চেয়ারম্যান

তিনি ২৩ জুন টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে অবস্থিত 'সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস)' কার্যালয়ে সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচির উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অর্থায়নে 'সাস' কর্তৃক এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন কর্মসূচির একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

মার্স পর্যায়ে কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ১ এপ্রিল ২০২৫ মাগুরা সদর উপজেলার 'পল্লী প্রকৃতি' নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত অনুদানের ১২তম পর্যায়ের চলমান কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।



মাগুরা সদর উপজেলায় পল্লী প্রকৃতি কর্তৃক বাস্তবায়িত ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শনে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

তিনি ২ এপ্রিল পল্লী প্রকৃতি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের উপকারভোগীগণের সাথে সাক্ষাৎ করে বিএনএফ হতে প্রাপ্ত উপকরণ ব্যবহার করে দারিদ্র্যবিমোচনে তাঁদের উৎসাহ প্রদান করেন।



বিনাইদহ জেলার কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত গরু ও ছাগল পালন কর্মসূচি পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৩ এপ্রিল বিনাইদহ জেলার ‘কৃষক বন্ধু সমাজ কল্যাণ সংস্থা’ নামক সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে মাঠ পর্যায়ে গরু ও ছাগল প্রাপ্ত উপকারভোগীগণের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে পরিদর্শন করেন।



যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানে বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সম্মিলনী সেবা সংস্থা’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। সংস্থাটি কেশবপুর উপজেলার বড়ঙ্গা সম্মিলনী বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে ৯ মে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে সাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বড়ঙ্গা সম্মিলনী বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক জনাব মধুসূদন চক্রবর্তী, মঙ্গলকোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব রেজাউল করিম, আদর্শ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আজিজুর রহমান, পাথরা পল্লী উন্নয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোস্তফা কামাল হিরো, পাঁচারই টিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মশিয়ার রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ৫টি বিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্র ও ২৬ জন ছাত্রীর নিকট বাইসাইকেল হস্তান্তর করেন।



চুয়াডাঙ্গা জেলার উষা বাংলাদেশ হতে ভান প্রাপ্ত উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সহযোগী সংস্থা ‘উষা বাংলাদেশ’ দরিদ্র মানুষকে ভান প্রদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৪ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। উষা বাংলাদেশ ৪ লক্ষ টাকা অনুদানে ১৫ জন দরিদ্র মানুষকে ১৫টি ভান প্রদান করে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি ভান প্রাপ্ত উপকারভোগীগণের সাথে মতবিনিময় করতে ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং মতবিনিময় শেষে বিতরণকৃত ভানগুলো সরোজমিন পরিদর্শন করেন।

মাগুরা জেলার ‘বাক্সো ফাউন্ডেশন’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নতুন করে তালিকাভুক্ত হয়ে ১ম পর্যায়ের অনুদানের জন্য বাজেট জমা দিয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাক্সো ফাউন্ডেশন এর সক্ষমতা যাচাইয়ের জন্য তিনি ১১ মে বাক্সো ফাউন্ডেশনে যান এবং তাদের কার্যক্রম সরোজমিন পরিদর্শন করেন।



বিনাইদহ জেলার হেল্ল দ্যা পুওর কর্তৃক বিতরণকৃত ছাগল পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ৯ জুন ২০২৫ 'হেল্প দ্যা পুওর' নামক ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থার কার্যালয়ে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণের সাথে বাস্তবায়নকারী কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে বিতরণকৃত ছাগল সরেজমিন পরিদর্শন করেন।



মাগুরা জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে সেইভ দি উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন কর্তৃক বাস্তবায়িত স্যানিটেশন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনে ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১০ জুন মাগুরা জেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামে 'রোভা ফাউন্ডেশন', 'সেইভ দ্যা উইমেন এ্যান্ড চিলড্রেন' এবং 'পল্লী প্রকৃতি' নামক সহযোগী সংস্থা কর্তৃক বিশেষ অনুদানে ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্মাণকৃত স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।



ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার আরডিসি কর্তৃক গাভি পালন কর্মসূচিতে উপকারভোগীগণের মধ্যে বকনা বাছুর বিতরণ করছেন ড. জিল্লুর রহমান এনডিসি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএনএফ, জনাব খাদিজা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহেশপুরসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

১১ জুন ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার সহযোগী সংস্থা 'আরডিসি' বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বিশেষ অনুদানের ১ম পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অসহায় দরিদ্র পরিবারের মাঝে বিনামূল্যে গরু বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিএনএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। মহেশপুর উপজেলার ফতেপুর গাজীরগনেছা বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ৬ জন হতদরিদ্রের প্রত্যেককে ১টি করে বকনা বাছুর প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব খাদিজা আক্তার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ড. নুর আলম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, মহেশপুর।

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা কর্তৃক কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম
(সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়)
পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা, বিএনএফ

বর্তমানে বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক এনজিও দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান না থাকার কারণে অনেক ক্ষুদ্র এনজিও কর্মসূচি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশীয় অর্থে অনুদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদান প্রাপ্ত এনজিওসমূহকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে গণ্য করে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম পরিচালিত, যাতে তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য উন্নয়নে বিশেষ করে নারী ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রান্তিক ও অসহায় জনগোষ্ঠীকে সহায়তার মাধ্যমে তাঁদেরকে উন্নয়নের মূল শ্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ফলে এসকল ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের সচেতনতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়াসহ তাঁদের আর্থিক উপার্জনের সক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদান কার্যক্রম গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।



পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন।

প্রান্তিক পর্যায়ে অনুদানপ্রাপ্ত রংপুর জেলার দরিদ্রপ্রবণ মিঠাপুকুর উপজেলার বৈরাতি গ্রামের বৈরাতি সামাজিক উন্নয়ন সংস্থাটির ১১তম পর্যায়ে বাস্তবায়িত দারিদ্র্যবিমোচনে ছাগল পালন কর্মসূচি ২০২৫ এর ৩০ এপ্রিল পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করি। এনজিওটির প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন করে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীগণের বাড়ি বাড়ি গিয়ে মতবিনিময় করি। সংস্থাটি মিঠাপুকুর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের রতিয়া, ভগতীপুর ও হয়বতপুর গ্রামে ১৭ জন দরিদ্র মহিলাকে জরিপের মাধ্যমে বাছাই করে। পরবর্তীতে ১১তম পর্যায়ে ৩ লক্ষ টাকার অনুদানে ছাগল পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে ১৭ জন দরিদ্র মহিলাকে ২টি করে মোট ৩৪টি ছাগল বিতরণ করে। এছাড়া ছাগলগুলো রোগবালাই হতে মুক্ত থাকার জন্য পিপিআর ভ্যাকসিন ও কুমিনাশক ট্যাবলেট প্রদান করেছে। উপকারভোগী সকলকেই বিনামূল্যে ছাগল পালন কর্মসূচিতে যথেষ্ট উৎসাহী দেখা গেছে। এ কর্মসূচির দ্বারা তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন। সংস্থা হতে দেওয়া উন্নত জাতের ছাগল পাওয়ায় আর্থিকভাবেও উপকৃত হয়েছেন। ছাগল পালনের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মহিলাদের বিনামূল্যে দেওয়া প্রতিটি ছাগল বছরে কমপক্ষে ২টি করে বাচ্চা দিয়েছে। এর মধ্যে প্রাপ্ত ছেলে বাচ্চা ছাগলগুলো বড় করে বিক্রি করার মাধ্যমে উপকারভোগী দরিদ্র মহিলারা নিজেদের সন্তানদের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহনসহ উন্নতমানের খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করে খাওয়াতে পারবেন। তাতে পরিবারের সকলে উপকৃত হবেন। মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচির বাস্তবায়ন আমার নিকট সন্তোষজনক মনে হয়েছে।



পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. শামছুল আলম কর্মসূচি পরিবীক্ষণ করছেন।

সর্বোপরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে একদিকে দারিদ্র্যবিমোচনে ভূমিকা রাখবে তেমনি তাঁদের সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে অবহেলিত দরিদ্র মহিলা জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যবিমোচনে সারা দেশে বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সফল্যগাথা

বিএনএফ হতে আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষ হচ্ছে দরিদ্র বেকার ছাত্র-ছাত্রী

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার সহযোগী সংস্থা ‘সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা’ বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে তিন মাসব্যাপী ‘আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং (আইসিটি) প্রশিক্ষণ’ প্রদান করে। প্রতি ব্যাচে ২০ জন করে ২ ব্যাচে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। ৪০ জনের মধ্যে ২২ জন ছেলে ও ১৮ জন মেয়ে। এ প্রশিক্ষণে গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন অধিকাংশ প্রশিক্ষণার্থী ফ্রিল্যান্সিং আয় শুরু করেছে।



পঞ্চগড় জেলার সহযোগী সংস্থা সূচনা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং (আইসিটি) বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

ডাটা এন্ট্রির কাজ সহজ হওয়ায় প্রশিক্ষণ চলাকালীন বোদা উপজেলার প্রামাণিকপাড়া গ্রামের মো. আব্দুল বাহেদ এর মেয়ে নাফিজা জারিন নোভা ও মো. সুলতান আলীর মেয়ে রত্না বেগম, তেলীপাড়া গ্রামের মো. আব্দুল আজিজের পুত্র ইসমাইল হোসেন এবং শিকারপুর গ্রামের সুরেশ চন্দ্র বর্মণের মেয়ে স্বপ্না রানী ডাটা এন্ট্রির কাজ করে আয় শুরু করেছে।

৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীই গরিব ঘরের সন্তান। তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকে। অর্থের অভাবে অধিকাংশের লেখাপড়া এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। কেহ কেহ কোনরকম এসএসসি/এইচএসসি/ডিগ্রি পাশ করতে পারবে। এ লেখাপড়ায় চাকরি করা দূরহ হয়ে পড়বে। আউটসোর্সিং ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ফলে তারা দক্ষ হয়ে উঠবে। ফলে অনলাইনে আয় করতে পারবে।

বাঁশ ও বেত সহায়তা পেয়ে আমূল পরিবর্তন

হয়েছে যশোরের নীনা রানী দাসের

সমাজে উপেক্ষিত ও অবহেলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা সীমিত সম্পদ/উপকরণ ব্যবহার করে হস্তশিল্পের কাজ করে থাকেন তাঁদের পরিবারের চাহিদার তুলনায় আয় খুবই কম হওয়ায় পরিবারের ভরণপোষণ চালাতে পারেন না। যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে সীমিত সম্পদ ছিল তাও কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের সময় শেষ হয়ে যায়। এ সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক ও সামাজিকভাবে

উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘সিংহের খাজুরা বাস্তহারা সমাজ কল্যাণ সমিতি (সিবাস)’, মনিরামপুর উপজেলায় বিনামূল্যে দক্ষতা উন্নয়ন ও উপকরণ সহায়তা দিয়ে হস্তশিল্পের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে।



বিএনএফ হতে বিনামূল্যে বাঁশ পেয়ে কুলা তৈরি করছেন যশোরের মনিরামপুর উপজেলার নীলা রানী দাস।

দক্ষতা উন্নয়ন ও হস্তশিল্পের উপকরণ সহায়তার লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন ২০২২ সালে জুলাই মাসে সিংহের খাজুরা বাস্তহারা সমাজ কল্যাণ সমিতিকে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। সংস্থাটি বিএনএফ এর অনুদানে ৩৪ জনের প্রত্যেককে ১৮টি করে বাঁশ এবং ৩ জনের প্রত্যেককে ৮২টি করে বেত প্রদান করে। গড়ে প্রতিটি বাঁশের পরিবহনসহ ২৫৫/-টাকা এবং প্রতিটি বেতের পরিবহনসহ ৮০/- টাকা ব্যয় হয়।

সাইত্রিশ জন উপকারভোগীর একজন যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার মাঝিয়াল গ্রামের রমেশ দাসের স্ত্রী নীলা রানী দাস। তাঁদের ২ ছেলে ও ২ মেয়ে। বড় ছেলে ও মেয়েরা পড়াশুনা করে। ছোট ছেলে বাঁশ ও বেতের কাজ করে। আর্থিক সংকটের কারণে বাঁশ কিনতে না পারায় বাঁশের তৈরি তৈষজপত্র তৈরি করতে পারতেন না। অল্প যে পুঁজি ছিল তা দিয়ে তৈষজপত্র তৈরি উপকরণ কিনতেন। উপকরণ জোগাড় করতে পারলে কাজ করতেন, না পারলে কাজ করতে পারতেন না। ফলে এতে আয় হতো খুবই অল্প। এ আয়ে তাঁদের সংসার চালানো কঠিন হতো।

সিবাস বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর অনুদানে নীলা রানী দাসকে ১৮টি বাঁশ প্রদান করে। একটি বাঁশে ছোট-বড় মিলে ১৫-২০টি কুলা তৈরি করা যায়। কুলার আকার ভেদে প্রতিটি কুলার মূল্য ৮০-১০০ টাকা। কুলা তৈরির উপকরণের সংকট না থাকায় স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা মিলে কুলা তৈরি করেন। তাঁরা প্রতিদিন ১২০০-১৩০০ টাকার কুলা বিক্রি করতে পারেন। এখন তাঁরা সংসারের দৈনন্দিন খরচ মিটিয়ে সঞ্চয় করতে পারছেন।

বিগত ৩ বছরে তাঁরা সংসারের খরচ মিটিয়ে ৭০-৭৫ হাজার টাকা সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন। সঞ্চয়ের পাশাপাশি একটি ছাগল ক্রয় করেছেন। সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে তাঁরা জমি ক্রয়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যারা জীবনে টাকা সঞ্চয় করার কথা কোনদিন চিন্তা

করেননি তাঁরা এখন সঞ্চয় করছেন, আর্থিকসহ জীবন যাত্রার মান, খাওয়া-পারার মান আগের তুলনায় উন্নত হয়েছে তা তাঁদের দেখে সহজেই বুঝা যায়। বর্তমান ৩৭ জনের মধ্যে ২/৩ জন বাদে আগের তুলনায় উন্নতি চোখে পড়ার মতো। ২/৩ জন বাদে সকলেই সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া কেহ কেহ ছাগল, গরু, হাঁস, মুরগি ক্রয় করে লালন-পালন করছেন, কেহ কেহ জমি ক্রয়ের চেষ্টা করছেন।

বিএনএফ হতে নলকূপ পেলন সিলেটের হতদরিদ্র পরিবার



বিএনএফ কর্তৃক স্থাপিত নলকূপ হতে পানি নিচ্ছেন উপকারভোগী।

সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়া গ্রামে অতীতকাল থেকেই বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট রয়েছে। গ্রামটির অবস্থান উত্তরে ভারত, পূর্বে ধুধু বালুকাময় মাঠ ও ধলাই নদী এবং পশ্চিমেও বালুকাময় মাঠ। ধলাই নদী থেকে ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করা কঠিন। গ্রামের অবস্থানগত কারণে কোথাও পুকুর খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। বর্ষাকালে কয়েক দিন পানি থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে পুকুর যত গভীরই হোক না কেন তাতে পানি থাকে না। গ্রামের অধিকাংশ মানুষ দূষিত উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করতেন। যার ফলে ডায়রিয়া, আমাশয়সহ নানা ধরনের পানি বাহিত রোগের প্রকোপ দেখা দেয়। ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়া গ্রামের এ অবস্থা বিবেচনা করে বিএনএফ এর বিশেষ অনুদানে এখানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

এসোসিয়েশন অব ওয়ার্কার্স ফর অলটারনেটিভ রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এওয়ার্ড) নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিএনএফ হতে ৫ লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান বরাদ্দ পায়। এ অনুদানে ২৪টি নলকূপ স্থাপন করা হয়। প্রতি ৫/৬টি পরিবারের জন্য একটি করে নলকূপ স্থাপন করা হয়। প্রতিটি নলকূপ টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য একটি করে প্রাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। উপকারভোগীগণ দীর্ঘমেয়াদে এর উপকার ভোগ করতে পারেন সে কারণে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাকা নালা তৈরি করা হয়েছে।

এ নলকূপ হতে ৫টি পরিবার পানি নিয়ে থাকে। ৫টি পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় ২৫ জন। উপকারভোগীগণ জানান, যখন নলকূপ ছিল না তখন দূরের পুকুর থেকে পানি আনতে হতো, ঐ পানি নোংরা থাকতো, পানি আনতে অনেক কষ্টও হতো, এ পানি খেয়ে তৃষ্ণা পাওয়া যেত না, দূর হতে যুবতী মেয়েরা পানি আনতে গেলে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতো, পরিবারের সদস্যবৃন্দ অধিকাংশ সময় পানি বাহিত রোগে আক্রান্ত হতেন, বিশেষ করে শিশুরা বেশি হতো। এখন বাড়ির কাছে নলকূপ হওয়ায় বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যাচ্ছে, পানি বাহিত রোগ নেই বললেই চলে, সহজে পানি পাওয়া যাওয়ায় মহিলারা আগের তুলনায় সংসারের কাজ সঠিকভাবে করতে পারছেন।

বিএনএফ হতে সেমিপাকা টয়লেট পেয়ে উপকৃত হচ্ছেন যশোরের উপকারভোগীগণ

যশোর জেলার মণিরামপুর উপজেলার পাঁচপোতা গ্রামের হতদরিদ্র পরিবারে সদস্যবৃন্দ খোলা আকাশের নিচে/ বাগানে প্রাকৃতিক কাজ করতেন। ফলে বায়ু দূষিত হয়, দুর্গন্ধ চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে ও পরিবেশ দূষিত হয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।



বিএনএফ হতে নির্মিত যশোরের সুমি বেগমের সেমিপাকা টয়লেট

সরেজমিন এ অবস্থা দেখে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর যশোর জেলার সহযোগী সংস্থা ‘পাঁচপোতা জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন’ স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন পাঁচপোতা জনকল্যাণ ফাউন্ডেশনকে বিশেষ অনুদান হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করে। সংস্থাটি মণিরামপুর উপজেলার পাঁচপোতা গ্রামে ১৬টি হতদরিদ্র পরিবার হতে ১৬ জনকে নির্বাচন করে।

১৬টি পরিবারের মধ্যে একজন মোঃ হেরমত আলী ও মোছা. রাশিদা খাতুনের মেয়ে মোছা. সুমি খাতুন। পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও স্বামীসহ মোট ৬ জন সদস্য সুমি খাতুনের পরিবারে। তাঁদের বসতভিটা নেই। মামার জমিতে ঘর বেধে বসবাস করেন। তাঁদের টয়লেটও নেই।

পাঁচপোতা জনকল্যাণ ফাউন্ডেশন সুমি খাতুনকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর বিশেষ অনুদানে বিনামূল্যে একটি সেমিপাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেয়। টয়লেট নির্মাণে ৬টি আরসিসি রিং, একটি আরসিসি ঢাকনা, ৪টি আরসিসি খুঁটি, ১ নম্বর ইট দিয়ে গেথে মাঝখানে ইট-বালি, খোয়া, সিমেন্ট দিয়ে সিরামিক প্যান বসিয়ে চারপাশে ঢালায় দেওয়া হয়, ৩২মি.মি. পুরুত্বের কালার সিআই সিট টিন দিয়ে বেড়া ও ছাউনি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করা হয়। সেমিপাকা টয়লেটটি সুমি খাতুনের পরিবারের ৬ জন সদস্য ছাড়াও তাঁর বোনের পরিবারের ৭ জন সদস্য, মাঠে চাষ কাজ করতে আসা কৃষকসহ প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন উপকারভোগী ব্যবহার করে থাকেন।

ওয়েল্ডিং এর উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে কুমিল্লার শরিফুল ইসলাম এখন দুই ওয়ার্কশপের মালিক

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন কুমিল্লা জেলার নাস্তলকোট ও লাকসাম উপজেলার দরিদ্র বেকার যুবকদেরকে হাতে-কলমে ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে নবম কিস্তিতে জেলার সহযোগী সংস্থা সোসাইটি ফর আরবান এন্ড রুরাল হিউম্যান ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট (সুহদ)কে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।



বিএনএফ হতে ওয়েল্ডিং এর উপর প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজস্ব ওয়ার্কশপে কাজ করছেন কুমিল্লার শরিফুল ইসলাম।

সুহদ বেজ লাইন সার্ভের মাধ্যমে ৩০ জন প্রশিক্ষার্থী নির্বাচন করে। নির্বাচিত প্রশিক্ষার্থীগণের মধ্য হতে ১৫ জন করে ২টি ব্যাচে ৩০ জনকে সুহদ ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা নিজস্ব অভিজ্ঞ ট্রেড ইন্সট্রাক্টর দ্বারা প্রতিটি ব্যাচে ৬ মাস করে হাতে-কলমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত ৬ মাস মেয়াদি বেসিক ট্রেড কোর্স সিলেবাসের আলোকে সুহদ এর নিজস্ব ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপে ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রশিক্ষার্থীগণ প্রশিক্ষণ শেষে শতভাগ কর্মে নিয়োজিত আছেন। তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ দক্ষ কর্মী হিসেবে বিদেশে চাকরি লাভ করেছেন। দেশেও এদের ব্যাপক চাহিদা আছে। অনেকে নিজেই ওয়ার্কশপ খুলে ভাল ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং অন্যদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি এলাকাতে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছে। বিশেষ করে বিদেশগামী শ্রমিকগণ প্রশিক্ষণ লাভে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

বিএনএফ-সুহৃদ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি দারিদ্র্যবিমোচনে সরাসরি ভূমিকা পালন করেছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে দেশে বিদেশে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এতে করে তাঁদের ও পরিবারের দারিদ্র্যবিমোচন হচ্ছে এবং দক্ষকর্মী হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখছেন।

নবম কিস্তির অনুদানে বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছররে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী নাঙ্গলকোট উপজেলার বেলঘর গ্রামের মোঃ মীর হোসেনের ছেলে মোঃ শরিফুল ইসলাম একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছেন। তিনি প্রশিক্ষণ শেষে লাকসাম উপজেলায় খিলা বাজারে 'বিসমিল্লাহ এসএস স্টিল এন্ড থাই গ্লাস হাউজ' নামে একটি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ চালু করেন। নাঙ্গলকোট উপজেলায় দায়েমছাতি বাজারে 'সবুজ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ' নামে তাঁর আরো একটি ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ চালু করেছেন। বর্তমানে তাঁর ২টি ওয়ার্কশপে ১০ জন নিয়মিত কাজ করছেন। তিনি ওয়েল্ডিং এর পাশাপাশি স্টিলের দরজা, জানালা, আলমিরা, সাটার ইত্যাদি তৈরির ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাঁর ওয়ার্কশপে স্টেইনলেস স্টিল (SS), থাই জানালা গ্লাস ও অন্যান্য আসবাবপত্র তৈরির কাজও করেন। শরিফুল ইসলাম এখন একজন অনুকরণীয় সফল ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপ ব্যবসায়ী। তিনি কন্ট্রাক্টে বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরি, ট্রাস টিন ফিটিং, দরজা জানালা খিলের কাজ করে মাসিক অর্ধলক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। কাজের গুণগত মান ভাল হওয়ায় তাঁর ওয়ার্কশপে কাজের সিরিয়াল থাকে। তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী হওয়ায় তাঁর কাস্টমার অনেক, বিশেষ করে প্রবাসী কাস্টমারগণ তাঁর ওয়ার্কশপে বেশি কাজ করিয়ে থাকেন।

বিএনএফ হতে ভ্যানে পেয়ে আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছেন ঝিনাইদহের বিকাশ পাল



বিএনএফ হতে পাওয়া ভ্যানে করে নিজেদের তৈরি মাটির তৈষজপত্র বিক্রি করতে যাচ্ছেন ঝিনাইদহের বিকাশ পাল।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৭নং মহারাজপুর ইউনিয়নের বড় খড়িখালী গ্রামের বিজয় পাল ও রূপালী পালের সন্তান বিকাশ পাল। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়ায় লেখাপড়া করতে পারেননি বিকাশ পাল। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর পড়া বন্ধ করে বাবার সাথে কাজে লেগে যান। বাবা মাটি দিয়ে হাঁড়ি-পাতিল, খেজুরের রস ধরার জন্য ভাঁড় বা কেড়ে, পানি রাখার জন্য কলস, পিঠা বানানোর ছাঁচ, কুয়ার পাত, ইত্যাদি তৈরি করে গ্রামে গ্রামে ও বাজারে বিক্রি করেন। বিকাশ বড় হতে হতে মা বাবার কাছ থেকে কাজ শিখে নেন। বাইশ বছর বয়সে বিকাশ বিয়ে করেন।

বিয়ের দুই বছর পর তাঁদের ঘরে একটা পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। ইতোমধ্যে বিকাশের বাবা বিকাশকে আলাদা করে দেন। বিকাশের বাবার ১২ শতক ভিটা বাড়ি ছাড়া আর কিছুই নেই। আলাদা হয়ে বিকাশ চাটাই দিয়ে ঘেরা একটা টিনের ছাপড়া ঘর ছাড়া আর কিছুই পাননি।

বিকাশ এবং তাঁর স্ত্রী মাটি দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করেন আর বিকাশ মাথায় করে মাটির তৈরি জিনিসপত্র গ্রামে গ্রামে ও বাজারে বিক্রি করেন। ২ বছর পর তাঁদের ঘরে আরো একটা পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। এখন বড় ছেলের বয়স ৫ বছর এবং ছোট ছেলের বয়স ৩ বছর। মা বাবার ইচ্ছা ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেন। স্বামী-স্ত্রী মাটির জিনিসপত্র তৈরি করেন কিন্তু নিজস্ব পরিবহন না থাকায় মাথায় করে অল্প কিছু জিনিসপত্র বিক্রি করে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ঝিনাইদহ জেলার সহযোগী সংস্থা সেবা সংঘকে ২০২০-২১ অর্থবছরে বিশেষ বরাদ্দ হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে। এ অনুদানে সেবা সংঘ ১৯টি সেমিপাকা টয়লেট এবং ৮টি ভ্যান প্রদান করে। বিকাশ পালের কর্তন অবস্থা দেখে সেবা সংঘের নির্বাহী পরিচালক বিকাশকে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচন করে তাঁকে একটি পায়ে চালিত ভ্যান প্রদান করে। পায়ে চালানো ভ্যানে করে নিজেদের তৈরি মাটির তৈষজপত্র গ্রামে গ্রামে ও বাজারে বিক্রি করেন। ভ্যানে করে দূরদূরান্তে যেতে পারেন বিধায় বেচাকেনাও ভালো হয়। এখন তিনি যা আয় করেন তা থেকে সংসার চালিয়েও কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পারেন। বিকাশ পাল দম্পতির আশা তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবেন এবং টিনের বেড়ার ঘর বাদ দিয়ে পাকা ঘর করে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাবে।

স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বিক্রির জন্য ছাউনিযুক্ত ভ্যানে প্রদান



বিএনএফ হতে পাওয়া ছাউনিযুক্ত ভ্যানে খাবার বিক্রি করছেন টাঙ্গাইলের গোপাল দত্ত।

ফুচকা, চটপটি, বালমুড়ি, ইত্যাদি বিক্রেতাগণকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বিক্রিতে উৎসাহ প্রদান, হতদরিদ্রদের এ ব্যবসায়ে নিয়োজিত করা এবং তাঁদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে ছাউনিযুক্ত চারিপাশে ঘেরা ভ্যানে প্রদান করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য টাঙ্গাইল জেলার সহযোগী সংস্থা 'আত্ম কল্যাণ সংস্থা'কে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে ২০২৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ২.৭৫ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করে।

সংস্থাটি মির্জাপুর উপজেলার ১৫ জন হতদরিদ্রের প্রত্যেককে ১৬ হাজার মূল্যের একটি ছাউনি যুক্ত ভ্যান এবং ৩,৭০০/- টাকার উপকরণ প্রদান করে।

মির্জাপুর উপজেলার বাইমহাটা গ্রামের কানাই লাল দত্তের ছেলে গোপাল দত্ত। গোপাল দত্তের ২ মেয়ে। তিনি ভ্যান পাওয়ার আগে চায়ের দোকানে কাজ করতেন। চায়ের দোকানে কাজের আয় দিয়ে সংসার চলতো না গোপাল দত্তের। আত্ম কল্যাণ সংস্থা গোপাল দত্তকে একটি ছাউনি যুক্ত ভ্যান এবং ৩,৭০০/- টাকা মূল্যের উপকরণ প্রদান করে।

তিনি ফুচকা, চটপটি, ঝালমুড়ি, ইত্যাদি বিক্রি শুরু করেন।

ছাউনিযুক্ত ভ্যান দেখে এলাকার ক্রেতাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ক্রেতাগণ এটা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তাঁরা দেখেন এ ছাউনিযুক্ত ভ্যানের খাবারে বাইরের ধুলা-বালি, মাছি ইত্যাদি ক্ষতিকর জীবানু থেকে নিরাপদ থাকে। এ খাবার খোলা খাবারের তুলনায় স্বাস্থ্যসম্মত। ফলে ক্রেতাগণ খোলা জায়গার খাবার এড়িয়ে ছাউনিযুক্ত ভ্যানের খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। তাছাড়া প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে সহজে মালামাল বহন করতে পারেন। এতে বিক্রি বাড়তে থাকে এবং লাভের পরিমাণও বাড়তে থাকে। তিনি একটি এনজিওতে প্রতিদিন ১০০/- টাকা করে সঞ্চয় করছেন। ইতোমধ্যে তিনি কিছু ফার্নিচারও ক্রয় করেছেন। তাঁর আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

এপ্রিল-জুন ২০২৫ মাসে বিতরণকৃত অনুদান

বিয়মিত অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	২৩	৫৭০	৫৯.০০	৩২	২৫৩	৬১০	৮৩১
২	গাভি প্রদান	১১	৬৬	৩৭.৫০	৩২	৩৪	১৪৮	২১৮
৩	ভেড়া প্রদান	১	২৪	২.০০	০	১২	২৪	৩৬
৪	সেলাই প্রশিক্ষণ এবং সেলাই মেশিন বিতরণ	৯	১৮৫	২৫.৫০	১	১৮৪	৩৭৩	৪২১
৫	স্যানিটেশন	৪	৫৩	১১.৫০	৭	৪৬	১০০	১২১
৬	গভীর নলকূপ স্থাপন	২	২১	৮.০০	০	২১	২২২	২১৩
৭	বিএনএফ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	২	১৬৮	৭.০০	২১	১৪৭	২৩০	৩০০
৮	পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ	১	১৪	৪.০০	০	১৪	৩৯	৫৮
৯	বাইসাইকেল বিতরণ	১	৩৪	৩.৫০	৫	২৯	৫০	৮৫
১০	অন্যান্য	৪	৭৩	৬.০০	১৫	৩৫	৫৫	৭৫
	মোট	৫৮	১,২০৮	১৬৪.০০	১১৩	৭৭৫	১,৮৫১	২,৩৫৮

বিশেষ অনুদান

	কার্যক্রমের নাম	সহযোগী সংস্থার সংখ্যা	উপকরণের সংখ্যা	অনুদানের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা			
					প্রত্যক্ষ		পরোক্ষ	
					পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
১	ছাগল প্রদান	১২	৩৯৪	৩৬.০০	১৪	১৮৩	৩৯৬	৫৮৮
২	গাভি প্রদান	২৫	১৪৩	৬৮.০০	১৭	১২৬	৮৬৮	৫৩২
৩	স্বাস্থ্যসম্মত সেমিপাকা টয়লেট স্থাপন	২৯	২৭০	৮৫.০০	৮১	১৮৯	৬৪৪	৮৯৪
৪	গভীর নলকূপ স্থাপন	২	১৮	৬.০০	৯	৯	৩৬	৪৮
৫	পায়ে চালিত ভ্যান বিতরণ	২	২২	৬.০০	২২	০	৬৬	৪২
৬	রিকশা বিতরণ	১	৭	৩.০০	৭	০	২৮	১৪
৭	অন্যান্য	২	১৫	৫.০০	৫	১০	২৮	২৮
	মোট	৭৩	৮৬৯	২০৯.০০	১৫৫	৫১৭	২,০৬৬	২,১৪৬

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতার (সিএমএসএমই) ধারা

	বিএনএফ হতে ঋণ গ্রহীতা সহযোগী সংস্থা	ঋণের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	গ্রাহক সংখ্যা
১	হোপ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৩০.০০	১৫

অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা



সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দের হাতে অনুদানের চেক প্রদান করছেন জনাব ইকবাল উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী, চেয়ারম্যান, বিএনএফ।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে অনুদান পাওয়ার যোগ্য সহযোগী সংস্থাসমূহকে অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভা আয়োজনের মাধ্যমে অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সভায় প্রতিনিধিবৃন্দকে কাজের অভিজ্ঞতা, সমস্যা এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনকে আরও কীভাবে গতিশীল ও পরিচিত করা যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



অনুদান প্রদান ও পর্যালোচনা সভায় অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রদান করছেন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি।

এপ্রিল-জুন ২০২৫ মাসে ৩টি সভার মাধ্যমে ১৩১টি সহযোগী সংস্থার মধ্যে বিশেষ কর্মসূচিসহ ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। এর মধ্যে ৫৮টি সংস্থার মধ্যে ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা নিয়মিত অনুদান এবং ৭৩টি সংস্থার মধ্যে ২ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

এফ-২০-ডি, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

Web : www.bnf.gov.bd

E-mail : info@bnf.gov.bd

www.facebook.com/bangladeshngofoundation

সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পরিবীক্ষণ উপদেষ্টাবৃন্দ সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করে থাকেন। এপ্রিল-জুন ২০২৫ সময়কালে নিয়মিত অনুদানে বাস্তবায়িত ৫২টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম এবং বিশেষ অনুদানে বাস্তবায়িত ১৩টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এ ৬৫টি সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম মূল্যায়ন মান নিম্নরূপ :

মূল্যায়ন মান	পরিবীক্ষণকৃত সহযোগী সংস্থার সংখ্যা
অতি উত্তম	১২
উত্তম	২
সন্তোষজনক	০
প্রক্রিয়াধীন	৫১
স্থগিত	০
মোট	৬৫

তথ্য কণিকা

- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান
- * বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।
- * কর্মসূচি বাস্তবায়ন : সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে
- * কর্ম এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ
- * সহযোগী সংস্থার সংখ্যা : ১,১৪৮টি
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অনুদান : ২০৮.১১ কোটি টাকা
- * নিয়মিত ও বিশেষ কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগী : ১ কোটি ৯১ হাজার (মহিলা ৬২.৭৬ লক্ষ এবং পুরুষ ৩৮.১৫ লক্ষ)
- * পল্লী এলাকায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এ যাবৎ সিএমএসএমই খাতে ২৮টি সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ৮৭.৩০ কোটি টাকা প্রণোদনার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- * সাধারণ পরিষদের সদস্য : ৩৪
- * পরিচালনা পরিষদের সদস্য : ১১
- * অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভা : ১৯টি
- * অনুষ্ঠিত পরিচালনা পরিষদ সভা : ১৮১টি এবং ৫টি বিশেষ সভা
- * পরিবীক্ষণ উপদেষ্টা : ২৫ জন

বুক পোস্ট